সংবাদ

তারিখ ... 9 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 8 ...

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী

অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টের ১০ শতাংশ চাঁদা গ্রহণের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি শিক্ষক সমিতির

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের কাছ থেকে অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টের ১০ শতাংশ চাঁদা গ্রহণের (বর্তমানে ৬ শতাংশ) সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। ১০ শতাংশ চাঁদা গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী ১২ জুলাই বুধবার সারাদেশে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি দিয়েছে 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'। ওই দিন বিভিন্ন জেলা, উপজেলাসহ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করবেন শিক্ষকরা।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা দেয়া হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক।

শিক্ষক সমিতির নেতারা জানান, দীর্ঘদিনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কারণে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের 'বার্ষিক ৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, বৈশাখী ভাতা, পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা ও বাড়ি ভাড়াসহ মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ'-এর দাবি নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলও দাবিসমূহ পূরণের জন্য ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন।'

কিন্তু কোন প্রকৃত শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মারপ্যাঁচে ফেলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সুবিধাভোগী ও তথাকথিত শিক্ষক সংগঠনের কোন কোন নেতার প্ররোচনায় বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন থেকে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ কর্তন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক দু'টি গেজেট প্রকাশ করেছে বলে অভিযোগ করেন শিক্ষক নেতারা।

প্রকাশিত গেজেটে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ প্রদান করে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত কী সুবিধা পাবেন সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত উল্লেখ না থাকায় হতাশা প্রকাশ করে সংবাদ সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি মেনে নেয়া না হলে সারাদেশের অবিরাম ধর্মঘট ও আমরণ অনশনের মতো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে। অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের ষড়যন্ত্রের কারণেই শিক্ষকদের ওপর বাড়তি চাঁদা চাপানো হয়েছে। এর ফলে সারাদেশের শিক্ষকরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন বলে অভিযোগ করেন শিক্ষক সমিতির নেতারা।

এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকগণ একই কারিকুলামের অধীন সিলেবাস ও সময়সূচিতে পাঠদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজে নিয়োজিত থেকেও আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, সহ-সভাপতি রঞ্জিত কুমার সাহা, অধ্যক্ষ বজলুর রহমান মিয়া, আলী আসগর হাওলাদার, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ কাওছার আলী শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ ছিদ্দিকুর রহমান শামীম, প্রকাশনা সম্পাদক মণি হালদার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বেগম নুরুন্নাহার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হেনা রানী রায়, দফতর সম্পাদক ইকবাল হোসেন, কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, অধ্যাপক আবু জামিল মো. সেলিম প্রমুখ শিক্ষক।